بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

আম্বিয়ায়ে কেরামের মহীয়সী স্ত্রীদের জীবনালেখ্য

নবীদের স্ত্রী এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন

শায়খ মুহাম্মাদ আলী কুতুব রহ.

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

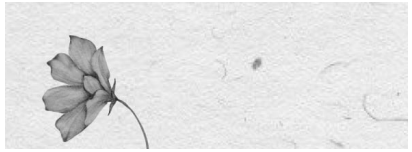

নবীদের স্ত্রী এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৫ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; ৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২৫ / শাবান ১৪৪৬
প্রচ্ছদ : খন্দকার যুবাইর +৮৮০১৭৮৯৭৮৭৫০৫
প্রুফ সংশোধন : ফুরকান সম্পাদনা পরিষদ
ISBN : 978-984-94709-3-9
মূল্য : ৳ ৫০০.০০ (পাঁচ শত টাকা মাত্র) US $10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; ww.rokomari.com
www.wafilife.com

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে এ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। সাধারণত নবী-রাসূলদের জীবনী নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া পূর্ববর্তী নবীদের স্ত্রীদের নিয়ে রচনা খুব একটা দেখা যায় না। লেবাননে জন্ম নেওয়া সমকালীন বরণ্য আরব লেখক শায়খ মুহাম্মাদ আলী কুতুব রহ. এই মহান কাজটির আঞ্জাম দিয়েছেন। দীর্ঘ অধ্যয়ন, গবেষণা এবং যাচাই-বাছাই করে কুরআন-হাদীসের আলোকে তিনি রচনা করেছেন *যাওজাতুল আম্বিয়া ওয়া উম্মাহাতুল মুমিনীন* (زوجات الأنبياء وأمهات المؤمنين) যা আরব বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এরই বাংলা অনুবাদ—*নবীদের স্ত্রী এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন*।

অসংখ্য নবী-রাসূলদের মধ্যে পবিত্র কুরআনে মাত্র পঁচিশ জন নবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার তাদের সবার স্ত্রীদের কথা আলোচনা করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ কুরআনে বর্ণিত নবীদের স্ত্রীদের জীবনী এ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। সঠিক ও বিশ্বস্ত সূত্রের আলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের ব্যাপারে যেরকম বিস্তারিত জানা যায়, অন্যান্য নবীদের স্ত্রীদের বেলায় সেরকম জানা যায় না। সংগত কারণেই তাদের সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়াতেসহ অনেক মনগড়া গাল-গল্প মুসলিম বিশ্ব ছড়িয়ে পড়েছে। লেখক এখানে সেসব গল্পের অসারতা তুলে ধরেছেন, চিহ্নিত করেছেন। ফলশ্রুতিতে গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও এখানে উল্লেখিত তথ্য ও ঘটনাসমূহের মাধ্যমে নবীদের স্ত্রী সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা সম্ভব হবে। কার্যত গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় ইসলামী ইতিহাসে একটি নতুন সংযোজন যা পাঠকদের দীর্ঘ দিনের চাহিদা পূরণ করবে।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন তরুন, প্রতিভাবান এবং প্রতিশ্রুতিশীল অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ সাহেব। তিনি বর্তমানে ঢাকার উত্তরাস্থ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান *দারুল আরকাম আল-ইসলামিয়া* মাদরাসায় হাদীসের খেদমতে নিযুক্ত আছেন। ইতোমধ্যে *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে তার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—*দাম্পত্য জীবনের নবীজীর ﷺ আচরণ ও উপদেশ*—যা ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আশা করা যায়, বক্ষমাণ গ্রন্থটিও একইভাবে পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৫

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বোঝানো হয়েছে এবং সঠিক পথের দিশা দেওয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমে আমরা নবীদের সংগ্রামী জীবনী সম্পর্কে জানতে পারি। তবে শুধু নবীদের নয়, তাদের অনেকের স্ত্রীদের সম্পর্কেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এসেছে। কেননা নবীদের স্ত্রীদের ভূমিকা তাদের দাওয়াতী মিশনে অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কিছু নবীর স্ত্রীগণ ছিলেন অত্যন্ত নেককার। তারা আল্লাহর দ্বীনের পথে তাদের স্বামীদের পাশে থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তারা ছিলেন ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত, ধৈর্য ও ত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে দেখা যায়, কিছু নবীর স্ত্রী নিজেদের স্বামীর বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছিলেন। তারা সত্যের সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত পথভ্রষ্টদের দলে শামিল হয়েছিলেন। এই দুই শ্রেণির স্ত্রীরই জীবনচরিত আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে। একদিকে আমরা ঈমানদার নারীদের আদর্শ জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারি, অন্যদিকে পথভ্রষ্ট নারীদের পরিণতি দেখে সতর্ক হতে পারি।

এই গ্রন্থটি মূলত নবীদের স্ত্রী এবং আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ—উম্মাহাতুল মুমিনীনদের (মুমিনদের মা) জীবনী নিয়ে রচিত। নবীজীর স্ত্রীগণ ছিলেন মানবতার শ্রেষ্ঠ নারীদের অন্তর্ভুক্ত। তারা কেবল নবীজীর সঙ্গীই ছিলেন না, বরং দ্বীনের প্রচার ও ইসলামের শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। তারা ছিলেন ধৈর্য, ত্যাগ, নৈতিকতা ও ইবাদতের মূর্ত প্রতীক। এই মহীয়সী নারীদের জীবন আলোকিত ইতিহাসের অংশ, যা জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই বইটির বিশেষত্ব হলো, এতে ইসরাঈলী বিকৃত ও ভিত্তিহীন কাহিনী বর্জন করা হয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে ইসরাঈলী বর্ণনাগুলো মিশে যাওয়ায় অনেক সময় সত্য-মিথ্যা আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এ গ্রন্থে কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে পাঠকগণ বিশুদ্ধ ইতিহাস জানতে পারেন এবং বিভ্রান্তির শিকার না হন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহুবিবাহের বিষয়টি নিয়ে অনেক বিদ্বেষমূলক অপপ্রচার চালানো হয়। এসব অপপ্রচারের যথার্থ জবাব দিতে ও নবীজীর বিবাহের প্রকৃত হেকমত (প্রজ্ঞা) তুলে ধরতে গ্রন্থটির শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে দুটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা সংযোজন করা হয়েছে। এতে পাঠক সহজেই উপলব্ধি করবেন, নবীজীর প্রতিটি বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সমাজসংস্কার, দ্বীনের প্রচার এবং নারীদের সম্মান প্রতিষ্ঠা; এতে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ ছিল না।

আধুনিক ইসলামী প্রকাশনার পথিকৃত *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এটিকে কবুল করেন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে জাযায়ে খায়ের দান করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আশরাফ
জামিয়া দারুল আরকাম আল ইসলামিয়া
উত্তরা, ঢাকা

১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৫

সূচিপত্র

ভূমিকা **১১**

হাওয়া আলাইহাস সালাম **১৪**
হাওয়া আলাইহাস সালামের সৃষ্টি ১৪
হাওয়া আলাইহিস সালামের নাম ১৫
আদম ও হাওয়া এবং শয়তানের ধোঁকা ১৬
আদম ﷺ নবী নাকি শুধু মানুষ ১৮
আদম ও হাওয়া কোথায় অবতরণ করেন? ১৯
হাওয়া আলাইহাস সালাম—স্ত্রী ও মা ২০
কাবিল ও হাবিল ২০
রাখাল ও কৃষক ২১

নূহ ﷺ-এর স্ত্রী
ওয়ালিগা ২৮

ইবরাহীম ﷺ-এর স্ত্রীগণ
সাররাহ ৩৬
হাজার ৫২
কানতুরা ও হাজুন ৫৮

লুত ﷺ-এর স্ত্রী
ওয়ালিহা ৪৫

ইসমাইল ﷺ-এর স্ত্রীগণ
ইমারাহ এবং সায়্যিদা ৬১

ইসহাক ﷺ-এর স্ত্রী
রিফকা বিনতে বিতওয়েল ৬৫

ইয়াকুব ﷺ-এর স্ত্রীগণ
লিয়া ও রাহিল ৭০

ইউসুফ ﷺ-এর স্ত্রী **৭৫**

আইয়ুব ﷺ-এর স্ত্রী
লিয়া **৭৭**

মুসা ﷺ-এর স্ত্রী
সাফুরা ৮৩

দাউদ ﷺ-এর স্ত্রীগণ **১০৫**

সুলাইমান ﷺ-এর স্ত্রী **১১৫**
সাবা'র রানি বিলকিস ১১৫

যাকারিয়া ﷺ-এর স্ত্রী **১২২**
ইলিয়াসাবাত ১২২

নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর স্ত্রীগণ **১২৬**
জরুরি জ্ঞাতব্য ১২৬
খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা. ১২৯
সাওদা বিনতে জামআ রা. ১৩৯
আয়েশা বিনতে আবু বকর রা. ১৪৫
হাফসা বিনতে উমর রা. ১৫৭
যায়নাব বিনতে খুযাইমা রা. ১৬৪
হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া রা. ১৬৭
যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. ১৭৫
জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস রা. ১৮২
সাফিয়া বিনতে হুয়াই রা. ১৮৬
রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান রা. ১৯৩
মাইমুনা বিনতে হারিস ১৯৮
মারিয়া কিবতিয়া রা. ২০২
রাইহানা বিনতে শামউন রা. ২০৯

মুহাম্মাদ ﷺ-এর বহুবিবাহ : আপত্তি ও সংশয় নিরসন
পরিশিষ্ট-১ ২১২
পরিশিষ্ট-২ ২৪১

তথ্যসূত্র **২৪৮**

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ। আমরা তার প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই এবং তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আমাদের নিজস্ব প্রবৃত্তির মন্দ থেকে এবং আমাদের কৃতকর্মের পাপ থেকে। আল্লাহ যাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না, এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার কেউ নেই।

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক এবং তার কোনো শরিক নেই। সমস্ত রাজত্ব এবং প্রশংসা কেবল তারই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন, এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা, নবী এবং প্রিয়জন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি আল্লাহর প্রিয়জন এবং নির্বাচিত। আল্লাহ তাকে হেদায়াত এবং সত্যধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তা সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয়। তিনি নবুওয়াতের বার্তা পূর্ণ করেছেন, আমানত রক্ষা করেছেন, উম্মতের প্রতি সদুপদেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহ তার মাধ্যমে দুঃখ-কষ্ট দূর করেছেন। তিনি আমাদের এমন একটি স্পষ্ট পথের উপর রেখে গেছেন, যার রাতও দিনের মতো উজ্জ্বল। কেবল পথভ্রষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ সে পথ থেকে বিচ্যুত হয় না।

আল্লাহর রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর, তার পরিবার, সাহাবীদের ওপর এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত সঠিক পথে তাদের অনুসরণ করবে তাদের ওপর।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদ[১] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নবীদের কাহিনি নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ওই রচনাগুলোতে কখনো বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, আবার কখনো সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআনুল কারিম এই বিষয়ে বিশাল অবদান রেখেছে। কুরআনে নবীদের এবং তাদের জাতি ও সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে, যাদের কাছে তাদের পাঠানো হয়েছিল। তাদের দাওয়াত এবং তাদের জাতিকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করতে তারা যে সংগ্রাম করেছেন, সেসব কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনুল কারীমের কিছু সূরা নবীদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন : ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, ইবরাহীম, মুহাম্মাদ এবং নূহ। এছাড়া সূরা আম্বিয়াতে নবীদের সম্মিলিত উল্লেখ রয়েছে।

নবীদের জীবনী আলোচনা করার সময় তাদের স্ত্রীদের কথাও এসেছে। তাদের আচরণ এবং চরিত্রের ভিত্তিতে কেউ প্রশংসিত হয়েছেন, আবার কেউ নিন্দিত হয়েছেন। তাদের এই আচরণ কখনো নবীদের দাওয়াত এবং বার্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, আবার কখনো এর বিপরীত ছিল।

আমাদের ইতিহাসবিদ এবং আলেমরা প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত নবীদের স্ত্রীদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তারা এই বিষয়টি নবীদের জীবন কাহিনির ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু এই আলোচনা অনেক ক্ষেত্রে এমনভাবে মিশে গেছে যে, সত্য-মিথ্যা পৃথক করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষত, তাদের মধ্যে অনেকে ইসরাঈলী বর্ণনার ওপর নির্ভর করেছেন, যার ফলে বিষয়গুলো অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

এর পাশাপাশি অনেক সময় সত্য এবং যুক্তিসঙ্গত ধারা থেকে সরে গিয়ে আহলে কিতাবের তাওরাতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে অতিরঞ্জিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

[১] সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী সম্পর্কে লিখিত রচনা 'সীরাত' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এটি এমন একটি শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে, যা অমুসলিমরাও জানে।

এই প্রেক্ষাপট থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যতটা সম্ভব এবং সাধ্যের ভিতরে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নবীদের স্ত্রীদের জীবনের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করব। তবে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য নবীদের জীবন কাহিনী সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কারণ একজন নবীর স্ত্রীর জীবন কখনো তার জীবন থেকে আলাদা নয়। স্ত্রীরা নবীদের জীবনেরই অংশ।

আমি ইতিহাসবিদদের কাছ থেকে কিছু নাম এবং বিবরণ সংগ্রহ করেছি, বিশেষত আহলে কিতাব থেকে যে তথ্যগুলো এসেছে, সেগুলো আমি স্পষ্ট করেছি, যাতে পাঠক বিভ্রান্ত না হন। এর পাশাপাশি আমি কুরআন এবং হাদীসের নির্ভরযোগ্য উৎসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—আমি লক্ষ করেছি, সাম্প্রতিক সময়ে নবীদের স্ত্রীদের জীবন নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু রচনা রয়েছে। এগুলো যথাযথ করার বেশ চেষ্টা করা হয়েছে বটে, তবে এতে ভুলত্রুটি এবং তথ্যের অভাবও বিদ্যমান। এ কারণে আমি আমার এই গ্রন্থে ভুল ধারণাগুলো সংশোধনের পাশাপাশি বিস্তারিত এবং সুনির্দিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি।

আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই *আদ-দার আস-সাকাফিয়া* প্রকাশনীর কর্ণধার ও পরিচালক, প্রিয়ভাজন হাজী ফাতহি নাসারকে, যিনি আমাকে এই গ্রন্থটি লেখার বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

পরিশেষে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি—আমার এই কাজ যেন তিনি কবুল করেন এবং কিয়ামতের দিন এটি আমার নেক আমলের পাল্লায় স্থান পায়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবক এবং উত্তম সহায়।

মুহাম্মাদ আলী কুতুব
কায়রো
১ম রজব, ১৪২৪ হিজরি
২৯ আগস্ট, ২০০৩ ঈসায়ি

হাওয়া আলাইহাস সালাম
মানবজাতির আদি মাতা

- ✓ আমাদের মা হাওয়া আলাইহাস সালাম
- ✓ সমস্ত মানবজাতির মা
- ✓ পৃথিবীর প্রথম নারী
- ✓ প্রথম গর্ভধারিণী ও জননী
- ✓ প্রথম নবী আদম আলাইহিস সালামের স্ত্রী

হাওয়া আলাইহাস সালামের সৃষ্টি

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, ‘হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে বহু পুরুষ ও নারীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নাম নিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা লক্ষ রাখেন।’[২] অন্যত্র বলেছেন, ‘তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়।’[৩] এখানে ‘এক প্রাণ’ বলতে আদম আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু হাওয়া আলাইহাস সালামের সৃষ্টি তার পরে হয়েছে।

ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিছু সাহাবী বলেছেন, শয়তানকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে, যখন আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাতে রাখা হয়েছিল, তখন তিনি সেখানে একা বিচরণ করতেন, তার কোনো সঙ্গী ছিল না, যার কাছে গিয়ে তিনি প্রশান্তি

[২] দেখুন সূরা নিসা, ৪ : ১।
[৩] দেখুন সূরা আরাফ, ৭ : ১৮৯।